দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ OCT 12 2006
পৃঃ ২ কলাম ৩
৭৭

শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

চিকিৎসক ও শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়মের সকল রেকর্ড ভঙ্গ

॥ আবুল খায়ের ॥

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (সাবেক পিজি) চিকিৎসক ও শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়ম স্মরণকালের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সরকারি চাকরিতে সার্টিফিকেট নিয়ে জালিয়াতি, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে অক্ষম এবং বিভিন্ন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে দুর্নীতি, (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শেখ মুজিব মেডিক্যাল

(প্রথম পৃঃ পর)

অনিয়ম ও অযোগ্যতা প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর শিক্ষককে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যাপকসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। অথচ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান চিকিৎসকরা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। মেডিক্যাল অফিসারসহ অন্যান্য পদে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি অনিয়ম এবং পাশাপাশি চলছে রমরমা বাণিজ্য। রোগী কল্যাণ ফান্ডের টাকা হরিলুট ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল ফান্ড গঠন করে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও অনিয়ম করার অভিযোগ পাওয়া যায়। অর্থাৎ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টি দুর্নীতি, অনিয়ম ও দলীয়করণে জর্জরিত। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপকালে তারা এই সকল দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থার তথ্য জানান।

সরকারি চাকরিতে থাকা এক অধ্যাপক তার সার্টিফিকেটের বয়স নিয়ে জালিয়াতি করার ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় তাকে চাকরি থেকে অবসর দেয়া হয়। কিন্তু ঐ অভিযোগে তাকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও তিনি সরকার দলীয় লোক বিধায় তাকে লঘুদণ্ড দেয়া হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা-এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। সার্জারি বিভাগের এক অধ্যাপক সরকারি চাকরি থাকাকালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পদোন্নতির পরীক্ষায় অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। তিনি মাত্র ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী ডাক্তার। এখন তিনি দলীয় চিকিৎসক হওয়ায় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারী বিভাগের একটি ইউনিট প্রধান। তিনি বর্তমানে এমএস ও এফসিপিএস ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া এবং পরীক্ষা নেন। এ যেন অষ্টম শ্রেণী পাস করে এমএ পড় য়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান! অপর এক অধ্যাপক চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর তাকে বিশেষ পদে রাখা হয়। তার দ্বারা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ধরনের কাজ হয় না। তার কাছে অন্য বিভাগ থেকে রোগী রেফার করলে তিনি তাদের দেখেন না এবং রোগীরা তার কক্ষের সামনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থেকে ফিরে যান। মাঝে মাঝে ৫/৪ জন রোগী দেখে হঠাৎ তিনি কক্ষ থেকে বের হয়ে যান। আর ফিরে আসেন না। তিনি এক ধরনের মানসিক রোগীর মত রোগীদের সঙ্গে আচরণ করেন। নারী ঘটিত বিষয়েও তিনি শীর্ষে রয়েছেন বলে কয়েকজন চিকিৎসক অভিযোগ করেছেন।

একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসারকে সম্প্রতি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গাইনি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। যোগদান করার ৮ মাসের মাথায় তাকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। যা পদোন্নতির কোন নিয়মনীতিতে পড়ে না। এই চিকিৎসকের ৭/৮ বছরের সিনিয়র চিকিৎসক ঐ গাইনি বিভাগে কর্মরত। একই বিভাগে অপর একজন চিকিৎসককে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে নিয়োগ দেয়া হয়। তার রাশিয়ার ডিগ্রি রয়েছে এবং এ দেশের মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল থেকে এই ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। এই ডিগ্রির কারণে তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। সরকারি হাসপাতালের গাইনি বিভাগের একজন অধ্যাপককে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ্যাকরণ বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এই বন্ধ্যাত্বকরণ বিভাগে একজন অভিজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপককে পদোন্নতি না দিয়ে দলীয়করণ পদ্ধতিতে তাকে অধ্যাপক নিয়োগ দেয়া হয় বলে চিকিৎসকরা জানান। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এত দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং দলীয়করণ পদ্ধতিতে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একজন মেডিক্যাল অফিসারকে সরাসরি সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ দিয়েছেন।

গাইনি বিভাগের মত মেডিসিন, সার্জারিসহ সকল বিভাগে কর্তৃপক্ষ চাহিদার তিনগুণ বেশী জনবল অনিয়ম দুর্নীর্তি ও দলীয়করণ পদ্ধতিতে নিয়োগ দিয়েছেন। শিক্ষক, মেডিক্যাল অফিসার, সেকশন অফিসার থেকে শুরু করে সুইপার পর্যন্ত দুর্নীতি, অনিয়ম, লাখ লাখ টাকার বাণিজ্য ও দলীয়করণ পদ্ধতিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শুধু একটি জেলা ও ঐ জেলার অধীনে একটি থানা এলাকা থেকে কয়েকশ লোক কর্মকর্তা থেকে বিভিন্ন পদে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তার এলাকা উক্ত থানায় এবং তিনি বিএনপি থেকে এই এলাকায় এমপি পদপ্রার্থী হবেন। এ কারণে তিনি কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে এই নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন। ঐ শীর্ষ কর্মকর্তাসহ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আরও কয়েকজন কর্মকর্তা সন্তান, জামাইসহ বাসার কাজের মেয়ে ও তার স্বামীকে পর্যন্ত চাকরি দিয়ে পুনর্বাসিত করেছেন। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির বয়স ২০০৭ সাল পর্যন্ত থাকার পরঁ তিন শীর্ষ কর্মকর্তা ২০১১ সাল পর্যন্ত ৫ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ আদায় করে নিয়েছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক অধ্যাপক মাহমুদ খান ও অধ্যাপক এম আলমসহ কয়েকজন চিকিৎসককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়নি কর্তৃপক্ষ। প্রতিটি বিভাগে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিনিয়র ডাক্তারদেরকে পদোন্নতি না দিয়ে অযোগ্য ও দলীয়করণ পদ্ধতিতে শিক্ষক-চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়। এর ফলে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক চিকিৎসক পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত। অনেকে ছাত্রের অধীনে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছেন। আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসব কারণে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে।

টেন্ডারের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় ক্ষেত্রেও দলীয়করণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পছন্দের লোকদের ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া হয়। এর ফলে ৩০ টাকার জিনিস তিন হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করার অভিযোগ উঠেছে। যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র ক্রয়ের নামে চলছে পুকুরচুরি। রোগী কল্যাণ ফান্ডের টাকা নিজ এলাকার রোগীদের কিংবা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও ক্ষমতাসীন মহলের বিশেষ ব্যক্তিদের চিকিৎসার নামে লুটপাট করা হয়। জরুরি খরচ সংকুলানের নামে প্রত্যেকটি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে একটি নিজস্ব ফান্ড থাকে। বিভাগের প্রয়োজনে খরচ করা হয়। সেন্ট্রাল ফান্ড নামে অনুরূপ একটি ফান্ড রয়েছে খোদ ভিসির। তিনি নিজ ক্ষমতাবলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪টি বিভাগের টাকা তুলে নেন। কোটি কোটি টাকা ভিসির ঐ সেন্ট্রাল ফান্ডে জমা হয়। এই ফান্ডের টাকা হরিলুটের মত কারণে-অকারণে ব্যয় দেখানো হচ্ছে। কোন কোন বিভাগে একটি বেডের জন্য ৫০ থেকে ৫৫ জন চিকিৎসক রয়েছেন। অধিকাংশ চিকিৎসক দায়িত্ব পালন না করে বেতন-ভাতা গ্রহণ করে যাচ্ছেন। চিকিৎসকরা এর সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, চাহিদার এত বেশী ডাক্তার নিয়োগ দেয়ায় অনেক ডাক্তারের দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজন পড়ে না। চিকিৎসা ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানে থাকলেও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা ও শিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির চিকিৎসা-শিক্ষার মানের উন্নতি না হয়ে শুধু হয়েছে দলীয়করণ, অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ চিকিৎসকদের পুনর্বাসন কেন্দ্র। বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি পরীক্ষাটি দলীয়করণ পদ্ধতি করায় চিকিৎসা ও শিক্ষার মানের দারুণ অবনতি ঘটেছে। ১২জন সিনিয়র চিকিৎসক এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এমএ হাদী বলেছেন, তিনি দলীয়করণ পদ্ধতি কোনও নিয়োগ দেননি, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়োগ দিয়েছেন, তার নিজ থানা এলাকার বিপুল সংখ্যক লোক অবৈধভাবে চাকরি পাওয়ার কথা অস্বীকার করেন। 'তার বলিষ্ঠ ভূমিকার' কারণে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-শিক্ষার মানের উন্নতি হচ্ছে। স্পেশালাইজড বিভাগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সেন্ট্রাল ফান্ড ও রোগী কল্যাণ ফান্ডের টাকা নিয়ম বহির্ভূতভাবে খরচ করা হয়নি বলে ভিসি জানান।